তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর: ৭৯৯

**সংস্কৃতির বিকাশে বিনোদন পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম**

 **--সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি)

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, একসময় বিনোদন ম্যাগাজিন ও পত্রিকাগুলো ছিল সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের খবর সাধারণ পাঠকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের যুগে এটি কমে আসলেও মাসিক বিনোদন ম্যাগাজিন আনন্দ লহরী সে ধারা বজায় রেখেছে। সংস্কৃতির বিকাশে বিনোদন পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সেলিব্রিটি হলে মাসিক আনন্দ লহরী ম্যাগাজিনের যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে ‘আনন্দ লহরী পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আনন্দ লহরীর মতো একটি মাসিক পত্রিকার জন্য প্রতিষ্ঠার যুগপূর্তি মোটেও কম কথা নয়। শুরু থেকেই পত্রিকাটি সংস্কৃতি অঙ্গনের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য পারভীন জামান কল্পনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, প্রফেসর মেরিনা জাহান (কবিতা) এমপি ও ভার্সেটাইল মিডিয়ার কর্ণধার মোহাম্মদ আরশাদ আদনান।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি দেশের নাগরিকদের মনন গঠনে সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে সংস্কৃতিকর্মীদের কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মিনিস্টার গ্রুপের চেয়ারম্যান  এম এ রাজ্জাক খান রাজ, সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামসুল আলম, রোজ সোয়েটারস লি. এর চেয়ারম্যান পি কে সাহা (বিদ্যুৎ), কোরিয়াম বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শাকিল আহম্মেদ রাজু।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীত পরিচালক সুজেয় শ্যামকে আজীবন সম্মাননা, বিশিষ্ট অভিনেতা আমিরুল হক চৌধুরী ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী দিলারা জামানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

ফয়সল/এনায়েত/সঞ্জীব/লিখন /২০২৩/২২১৭ঘণ্টা

‍‍

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৮

**বাংলাদেশ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও এগিয়ে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও এগিয়ে।

 আজ রাজধানীর জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ‘এনআইএমসি মিডিয়া এওয়ার্ড’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান বিশেষ অতিথি এবং যুগ্মসচিব আয়েশা আক্তার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এটাশে ফানি ফারমাকি, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টম মিসিওসিয়া এবং ‘প্ল্যাটফর্ম ফর ডেভলপমেন্ট’ প্রকল্পের টিম লিডার আরসেন স্টেপনিয়ান সম্মানীয় অতিথির বক্তৃতা করেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে যখন নির্বাচন হয়, সেটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন, মেয়র নির্বাচন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটিই হোক, তখন সমস্ত প্রার্থীর ট্যাক্স বা আয়করের ফাইল জমা দিতে হয়। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন শেষ করেছেন কিন্তু আজ অবধি ট্যাক্স বা আয়করের ফাইল জমা সম্পন্ন করেননি। সুতরাং এ ধরনের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও এগিয়ে আছি। আমাদের দেশে কেউ এটা ফাইল না করে পারে না।’

 সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার সুশাসনের ওপর জোর দিচ্ছে বিধায় ক্যাবিনেট ডিভিশনের অধীনে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে, কারণ তারা মানুষকে জানাচ্ছে সরকারের দপ্তরে কীভাবে এবং কী কী সুবিধা মানুষ পেতে পারে। অনেক কিছু সম্পর্কে মানুষ জানে না। যেমন তথ্য অধিকার আইন অনেক সাধারণ মানুষ জানে না। এমনকি অনেক সাংবাদিকও ভালোমতো জানে না। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর এ আইন সংসদে পাস হয় এবং সে আইন বলে তথ্য কমিশন গঠিত হয়। তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।’

 ‘কোনো দপ্তরে গিয়ে ফাইলের পাতা চুরি করার প্রয়োজন নাই বা কোনো দপ্তরে গিয়ে সেখানে কাউকে ম্যানেজ করে তথ্য জানার দরকার নাই’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘অনেকে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো দপ্তরে গিয়ে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে আবেদন করেছে এবং কমিশন তা নিষ্পত্তি করেছে। এ রকম বহু নজির আছে। কিন্তু আইন না জানার ফলে তথ্য চুরি করার চেষ্টা হয়, সরকারি অফিসে পিয়ন, দারোয়ান বা যে ফাইলের ফটোকপি করে তার কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়, সে জন্য তাদের ম্যানেজ করা হয় এবং তারা ম্যানেজ হয়ে দিয়েও দেয়, যা সমীচীন নয়। এগুলোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না কারণ আমাদের তথ্য অধিকার আইন আছে। তথ্য অধিকার আইনেও যদি আপনি না পান তাহলে আদালত রয়েছে।’

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ’বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই কিছু রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা থাকে যা প্রকাশযোগ্য নয়, সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলুন, যুক্তরাজ্য বলুন, সবদেশেই। কিন্তু আমাদের দেশে এটি ভুল ধারণা হচ্ছে, সবকিছু ‘পাবলিক’ হতে হবে, যা ঠিক নয়, মানুষকে এটিও জানাতে হবে।’

 ‘আমাদের সরকার সবকিছুতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আজ থেকে ১২-১৪ বছর আগে কোনো জায়গায় টেন্ডার ফেললে সেই টেন্ডার বক্স ছিনতাই, মারামারি গোলাগুলি, মৃত্যু-আহত এগুলো নিয়মিত ঘটনা ছিল পত্রিকার পাতায়। এখন সবকিছু অনলাইন, ই-টেন্ডারে হয়। ই-টেন্ডারিং একটা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে। এসময় ই-ফাইলের পাশাপাশি কাগজের ফাইলও দরকার উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি মনে করি, ই-ফাইলিং অবশ্যই আমাদের কাজে গতি এনেছে, আমি বিদেশে বসে ই-ফাইল সই করি এবং প্লেনে বসে ফাইল সই করেছি এমনও হয়েছে। কিন্তু সংরক্ষণের জন্য কাগজের ফাইলও দরকার আছে।’

 অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গৃহীত ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘প্ল্যাটফর্ম ফর ডেভলপমেন্ট’ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ১৫০ জন সাংবাদিককে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত ১০ জনকে তাদের রিপোর্টিংয়ের জন্য ‘এনআইএমসি মিডিয়া এওয়ার্ড’ স্মারক প্রদান করেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২১৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৭

**বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযানে ১২টি যানবাহন ও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিবেশ দূষণবিরোধী অভিযান ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ পরিবেশ দূষণের দায়ে ঢাকায় ১২টি যানবাহনকে ১৭ হাজার ৩ শত টাকা এবং ৫টি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

 পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং, ঢাকা মহানগর কার্যালয়, ঢাকা জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন ঢাকা এর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরের আদাবর, বসিলা, ভাটারা ও খিলগাঁও এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

 নির্মাণসামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে আদাবর এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৫ হাজার টাকা, বসিলা এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১ লাখ ১০ হাজার টাকা এবং খিলগাঁও এলাকায় ১টি প্রতিষ্ঠান হতে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

 ভাটারা এলাকায় মানমাত্রাতিরিক্ত হর্ন দ্বারা শব্দদূষণের দায়ে ২টি যানবাহন হতে মোট ৪শ’ টাকা এবং যানবাহনের কালো ধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে ১০টি যানবাহন হতে মোট ১৬ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

 পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার আশপাশে বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৬

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিশেষ অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা পেলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

 দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আরটিভি এনআরবিসি ব্যাংক কৃষি পদক ২০২৩ এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

 গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আরটিভির বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর হাতে আজীবন সম্মাননার ক্রেস্ট তুলে দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এবং আরটিভির চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য মোরশেদ আলম।

 সম্মাননা স্মারক গ্রহণ শেষে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, জীবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। দ্রুততার সঙ্গে নিঃশেষ হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া। এ ক্ষণিক সময়ের ভেতরে যদি কিছু অবদান রেখে যাওয়া যায় সেখানেই আত্মতৃপ্তি।

 মন্ত্রী বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন গণভবনের কৃষির মাধ্যমে। আমাদের শেকড় কৃষিতে। আমাদের মৌলিক সত্তার উৎস কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ। ধান উৎপাদন, মাছ উৎপাদনসহ কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ। তিনি আরো বলেন, কৃষিকে কীভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে, কৃষির উৎপাদিত সামগ্রী কীভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যাবে, বহুমুখী ব্যবহার করা যাবে, দুধ দিয়ে কত প্রকার পণ্য তৈরি করা যায়, মাংস থেকে কত প্রকার পণ্য তৈরি করা যায়- এ বিষয়গুলো নিয়ে সরকার কাজ করছে। এভাবে কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

 শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, প্রাণিজ আমিষের যোগান আসে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম থেকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত। উৎপাদন, বিপণন ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় দেড় কোটি মানুষ সম্পৃক্ত। এক সময় দেশে মাছের আকাল ছিল। এখন পৃথিবীর ৫২ টি দেশে বাংলাদেশের মাছ রপ্তানি হয়।

 অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, আরটিভির চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য মোরশেদ আলম এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি জসিম উদ্দিন।

 অনুষ্ঠানে ৮ ব্যক্তি ও ২ প্রতিষ্ঠানকে আরটিভি এনআরবিসি ব্যাংক কৃষি পদক ২০২৩ প্রদান করা হয়।

#

ইফতেখার/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর: ৭৯৫

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৪ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি)

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় কল্যাণপুর পোড়া বস্তিতে  ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া’ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন,একশন এইড এবং ব্র্যাকসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আর্থিক ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কারিগরি সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ মহড়ার আয়োজন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আগা খান মিন্টু এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং স্থানীয় কাউন্সিলর দেওয়ান আব্দুল মান্নান ।

সভাপতির বক্তৃতায় সচিব বলেন, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এলক্ষ্যে প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদেরকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় । প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই, কিন্তু আমরা যদি পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি তাহলে এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। তাই ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদেরকে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ।

#

সেলিম/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন /২০২৩/১৬১৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর: ৭৯৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ২৫৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ২ হাজার ২১৪ জন।

                                                      #

রাশেদা/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন /২০২৩/১৬১৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৩

**সরকারি হাসপাতালে চেম্বার করা ও ফি নির্ধারণের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি হাসপাতালে নির্ধারিত ডিউটি শেষ করে নিজ হাসপাতালেই চিকিৎসকরা আলাদা চেম্বার করে রোগী দেখা ও চিকিৎসকদের ফি নির্ধারণ করা বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

বিভিন্ন পত্রিকায় ‘মার্চ থেকে চেম্বার, সর্বোচ্চ ফি ৩শ’ টাকা’, ৩শ’ টাকায় পরামর্শ দেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক’ এরকম নানা শিরোনামে যে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে তাতে জনমনে নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারি হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসকদের নিজ নিজ হাসপাতালেই অফিস সময়ের বাইরে আলাদা চেম্বার করার বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি কাজ করছে এবং কমিটির কাজ এখন চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসকের ফি ৩০০ টাকা বা ১৫০ টাকা হবে কি না সেটি ঠিক করা হয়নি। কতটি হাসপাতাল বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আলাদা চেম্বার চালু করা হবে সে বিষয়েরও কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেয়নি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সেটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণকে অবগত করা হবে।

 সরকারি হাসপাতালে আলাদা চেম্বার করা বা ফি নির্ধারণ করা কিংবা কোন কোন হাসপাতালে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে এসব তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হবে।

#

মাইদুল/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯২

**বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলেছেন**

 **- কৃষিমন্ত্রী**

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক। বঙ্গবন্ধুর জীবন মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও শেখ হাসিনা এখন সমার্থক। এই উন্নয়নের গতিকে আরো বেগবান ও গতিময় করতে হবে। তবেই বিশ্বের বুকে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটা উন্নত দেশে রূপান্তর হবে।

গতকাল কলকাতার রোটারি সদন অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি নিয়েও প্রচারণা চালাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এর অংশ হিসাবে কলকাতায় এটির আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি।

মন্ত্রী বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যে কৌশল আমরা নিয়েছি, যেভাবে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি, তাতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে আমরা জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রী ১৪ বছরে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন করেছেন, যা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। সামাজিক ইনডেক্সগুলিতেও আমরা খুব ভালো ফল করেছি। আমাদের দারিদ্রতা অর্ধেক কমে ৪০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হয়েছে। অতি দরিদ্র ভাগ যেখানে ১৮-১৯ শতাংশ ছিল সেটা এখন ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। অবকাঠামো, ব্রিজ, পদ্মা সেতু, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। ১০০টি ইকোনোমিক জোন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিল্প, কলকারখানা করা হচ্ছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। পরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। আমরা উভয় দেশই সব দিক থেকেই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। দুইদেশের মধ্যে এই সুসম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/মেহেদী/সাঈদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৫৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯১

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য -

 প্রতিপাদ্য (বাংলায়) : ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

 জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’

 প্রতিপাদ্য (ইংরেজি) : ‘DigitALL: Innovation and technology for gender equality’– মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আলমগীর/মেহেদী/সাঈদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯০

**শহিদ ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ারের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী** **উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি শহিদ ছাত্রনেতাসেলিম ও দেলোয়ারের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জীবনকে বিপন্ন করে বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি শূন্য হাতে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, যখন ব্যাংকে কোন রিজার্ভ মানি ছিল না এবং কোন কারেন্সি নোট ছিল না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনী ২৭৮টি রেল ব্রিজ এবং ২৭০টি সড়ক সেতু ধ্বংস করে, দু’টি সমুদ্র বন্দরে মাইন পুঁতে এবং রাস্তা-ঘাটসহ সমস্ত স্থাপনা ধ্বংস করে রাখে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের অর্থনীতিতে রেকর্ড ৯ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের স্বীকৃতি প্রদান করে।

জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গ্লানিকর ’৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসরদের হাতে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। যার ফলে বাঙালিরা তাদের আত্মমর্যাদা হারিয়েছিল, হারিয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সেই সঙ্গে তাদের সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সকল সম্ভাবনা। জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর স্বৈরশাসকেরা তাদের বুট ও বেয়নেটের খোঁচায় এদেশের মানুষের ভাগ্য লিখতে শুরু করেছিল। আমরা দু’বোন বিদেশে থাকার কারণে আমাদেরকে তারা হত্যা করতে পারেনি। দীর্ঘ ছয় বছর আমাদের বিদেশের মাটিতে রিফিউজি হিসেবে অবস্থান করতে হয়েছে।

আমি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে এসেই এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য লড়াই-সংগ্রাম শুরু করি। দেশে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেই। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কত তাঁজা প্রাণ ঝরে পড়েছে হিসেব নেই। ১৯৮৪ সালের এই দিনেও ছাত্রলীগ নেতা এইচ.এম. ইব্রাহিম সেলিম এবং কাজী দেলোয়ার হোসেনের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সেদিন শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে অসংখ্য ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগণ সংহতি প্রকাশ করে যোগ দিয়েছিলেন। মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিলটি শুরু হয়েছিল, যার সামনে এবং পিছনে ছিল পুলিশের ট্রাক। মিছিলটি যখন ফুলবাড়িয়ার নিকট পৌঁছায়, ঠিক তখনি স্বৈরাচার সরকারের নির্দেশে মিছিলের উপর অতর্কিতে পিছন থেকে ট্রাক চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আবাসিক ছাত্র পটুয়াখালি জেলার বাউফলের সেলিম এবং পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়ার দেলোয়ার, ক্ষত-বিক্ষত ও আহত অবস্থায় পড়েছিলেন অসংখ্য ছাত্র এবং আমাদের দলীয় নেতা-কর্মীগণ। তাঁদের এ মহান আত্মত্যাগ তৎকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের দুর্বার আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছিল।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন-সংগ্রামে সেলিম ও দেলোয়ারসহ যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের রক্তের ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক প্রাণের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে স্বৈরশাসকের পতন ঘটে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়। আবারও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের জনগণ ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে পায়।

আমি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সকল শহিদ-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। পরিশেষে, সেলিম ও দেলোয়ারের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

সরওয়ার/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৮৯

**শহিদ ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ারের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী** **উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি শহিদ ছাত্রনেতাসেলিম ও দেলোয়ারের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ২৮ ফেব্রুয়ারি এক ইতিহাসিক দিন। ১৯৮৪ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়ে পুলিশের ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন। আমি শহিদ ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ারসহ গণতন্ত্রের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর আমরা কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে দেশে আবারো গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসনের। এদেশের ছাত্র সমাজ সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কন্ঠস্বর শহিদ সেলিম ও দেলোয়ারের মৃত্যুতে ঢাকাসহ দেশব্যাপী গণতন্ত্রকামী মানুষের মিছিলে প্রকম্পিত হয় রাজপথ, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সারাদেশ। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে দেশে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সকলে সচেষ্ট থাকবেন – এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি শহিদ ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ার এর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা